রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২৫, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৫, জুলাই, ২০১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১০ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ৩৫/২০১৬

Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় আধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVIII of 1985) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলি

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।—(১) এই আইন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য স্থাপিত কোন বিমানবন্দর, বিমানঘাঁটি, বিমানঅঙ্গন বা উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "আইসিএও" অর্থ শিকাগো কনভেনশনের অধীন প্রতিষ্ঠিত International Civil Aviation Organization;

(২) "এএনও" অর্থ এ্যারোনটিক্যাল ও নন-এ্যারোনটিক্যাল বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জারীকৃত এয়ার নেভিগেশন আদেশ (Air Navigation Order);

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ;

(৪) "গভর্নিং বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বোর্ড;

(৫) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(৬) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) "বিমান" অর্থ যে কোনো যন্ত্র, যাহা বাতাসের প্রতিঘাত, ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীতে নহে, দ্বারা বায়ুমণ্ডলে ভর করিয়া ভাসিতে পারে, যাহাতে বদ্ধ বা মুক্ত বেলুন এয়ার শিপ ঘুড়ি, ড্রোন, গ্লাইডার, এবং উড্ডয়নরত যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "বিমানঘাঁটি" অর্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিমান অবতরণ বা আগমন, উড্ডয়ন বা প্রস্থান এবং ভূমিতে চলাচলের জন্য ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট কোনো স্থল বা জলভাগ এবং কোনো ইমারত, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "বিমান পরিবহন সেবা" অর্থ আকাশপথে যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো সেবা;

(১২) "বিমানবন্দর" অর্থ কোনো বিমানঘাঁটি, যেখানে বেসামরিক বিমান চলাচলের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন করা হইয়াছে;

(১৩) "বেসামরিক বিমান" অর্থ রাষ্ট্রীয় বিমান ব্যতীত অন্য কোনো বিমান;

(১৪) "বেসামরিক বিমান চলাচল" অর্থ সাধারণ বা বাণিজ্যিক বিমান চলাচল অথবা এরিয়াল কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো বেসামরিক বিমান পরিচালনা;

(১৫) "রাষ্ট্রীয় বিমান" অর্থ মিলিটারি, কাস্টমস ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা বাংলাদেশ সরকারের জন্য ব্যবহৃত বিমান;

(১৬) "শিকাগো কনভেনশন" অর্থ ১৯৪৪ সালে আমেরিকার শিকাগোয় সম্পাদিত Convention on International Civil Aviation;

(১৭) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো সদস্য;

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা

৩। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVIII of 1985)এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (Civil Aviation Authority) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের গঠন**।—(১) ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ৬ (ছয়) জন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ. ধারা ১০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত শর্ত ও মেয়াদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনের সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের সভা**।—(১) কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময় ও স্থানে উহার সভায় মিলিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কর্তৃপক্ষের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভার সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৬। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আপাতত: বলবত অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাংলাদেশের সকল বেসামরিক বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিসহ উহাদের পারিপার্শ্বিক আকাশসীমার ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা ও মেরামত এবং বাংলাদেশের আকাশসীমায় চলাচলযোগ্য সকল আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ;

(খ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন—

(অ) এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার নেভিগেশন সেবা;

(আ) দেশের বেসামরিক বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে এ্যারোনটিক্যাল যোগাযোগ সেবা প্রদান;

(ই) নন-এ্যারোনটিক্যাল এবং অন্যান্য এ্যারোনটিক্যাল সম্পর্কিত সেবা;

(ঈ) ফ্লাইট পরিদর্শন এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত তদারকি;

(উ) অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম সেবা প্রদান;

(ঊ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটিতে বিমান বিধ্বস্ত, বিমানে অগ্নিকাণ্ড ও উদ্ধার কার্যক্রমে সেবা প্রদান;

(ঋ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা;

(এ) বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা;

(ঐ) বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটির সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;

(ও) ব্যক্তিমালিকানাধীন বিমানবন্দর ও বিমানঘাঁটি অথবা হেলিপোর্টের দক্ষ পরিচালনা;

(ঔ) বিমান চলাচল চুক্তি;

(গ) নিরাপদ, কার্যকর, পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী ও যথাযথ সমন্বিত বেসামরিক বিমান চলাচল সেবার উন্নতি ও অবকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনের জন্য, সময় সময়, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঘ) কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের স্থানীয় কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার পরামর্শ ও সহায়তা যাচনা এবং গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদন, তদন্ত পরিচালনা এবং আদেশ জারি;

(চ) এএনও প্রণয়ন এবং বিমান চলাচলে এএনও-তে বর্ণিত শর্তাবলি, জনস্বার্থে, প্রতিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদান;

(ছ) দফা (চ) তে বর্ণিত অব্যাহতির জন্য আবেদন ও অব্যাহতি অনুমোদন সম্পর্কিত পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, শিকাগো কনভেনশনের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সহিত বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন;

(ঝ) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ও ব্যবহারের পক্ষে সর্বোচ্চ সুবিধাজনক পন্থায় এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, এএনও, আদেশ, নির্দেশনা, সার্কুলার ইত্যাদি প্রকাশ;

(ঞ) পর্যবেক্ষণ, জরিপ, পরীক্ষা বা কারিগরি গবেষণা করা বা করানো এবং তদ্‌কর্তৃক অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোনো সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উক্তরূপ পর্যবেক্ষণ, জরিপ, পরীক্ষা বা কারিগরি গবেষণার ব্যয় বহন;

(ট) সরকারের অনুমোদিত যে কোনো পূর্ত কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যয় বহন, পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের সেবা ক্রয় এবং উহার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও উপরকরণ ক্রয়; এবং

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন।

৭। **গভর্নিং বোর্ড**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গভর্নিং বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে এবং বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি ইহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব;

(চ) অর্থ বিভাগের সচিব;

(ছ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(জ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব;

(ট) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান; এবং

(ঠ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকেন, এবং মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী উভয়ের অনুপস্থিতিতে উপ-মন্ত্রী, যদি থাকেন, সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮। **গভর্নিং বোর্ডের কার্যাবলি**।—গভর্নিং বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষের সার্বিক পরিচালনা, কার্যাবলি ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান।

৯। **গভর্নিং বোর্ডের সভা**।—(১) গভর্নিং বোর্ডের সভা প্রত্যেক **৪ (চার)** মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরী প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময় ও স্থানে উহার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) গভর্নিং বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) গভর্নিং বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভার সভাপতির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র বোর্ডের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা গভর্নিং বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) গভর্নিং বোর্ডের সদস্যগণ সভায় উপস্থিতির জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

১০। **চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ প্রাপ্তির অযোগ্যতা, অপসারণ ও পদত্যাগ**।—(১) কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা চেয়ারম্যান বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) সরকারি চাকরি হইতে চাকরিচ্যুত হন;

(গ) নৈতিকতা স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঙ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(চ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন;

(ছ) বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন; বা

(জ) কোনো এ্যারোনটিক্যাল এন্টারপ্রাইজ বা বিমান চলাচল সংক্রান্ত এন্টারপ্রাইজের কোনো স্টক বা বন্ডের মালিক হন অথবা উহার সহিত আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা কোনো ব্যবসা, বৃত্তিমূলক কাজ বা নিয়োগের সহিত সম্পৃক্ত থাকেন।

(২) সরকার, যে কোনো সময়, চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন বা সরকারের বিবেচনায় অক্ষম হন; অথবা

(খ) সরকারের বিবেচনায়, তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য তাহার মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বে সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।—(১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিম্নরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা—

(ক) কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ;

(খ) কর্তৃপক্ষের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ পরিচালনার নিমিত্ত সকল দায়িত্ব পালন; এবং

(গ) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কার্যক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ।

(২) চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য গভর্নিং বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১২। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা, ইত্যাদি নিয়োগ।—কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনে, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা, পরামর্শক, অ্যাটর্নি ও এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের প্রশাসন

১৪। অন্যান্য সংস্থার সহিত সহযোগিতা।—কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরের কোনো এজেন্সি বা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ এবং উহাকে সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। ভূমি ও সম্পত্তি অধিগ্রহণ।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমি ও সম্পত্তি আবশ্যক হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ভূমি ও সম্পত্তি ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করা যাইবে।

১৬। তথ্য বিনিময়।—চেয়ারম্যান, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। ক্ষমতার্পণ ও দায়িত্বভার।—কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ কোনো আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, যদি থাকে, এই আইনের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা চেয়ারম্যান, কোনো সদস্য বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৮। ***সরকারি ফি বা কর এবং সেবা ফি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা।***—*(১) সরকার বিমান চলাচল বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ফি বা কর আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে।*

(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) বিমান পথ ব্যবহার ও এ্যারোনটিক্যাল চার্জ ;

(খ) বিমান পথে ভ্রমণের জন্য যাত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ফি ;

(গ) কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বিমানসহ কোনো সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া ;

(ঘ) বিমান অবতরণ, বিমান রাখা এবং বিমান রাখিবার জন্য গৃহায়ন বাবদ চার্জ ;

(ঙ) নিরাপত্তা এবং আনুষঙ্গিক চার্জ ;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ, লাইসেন্স, ক্ষমতা বা অনুমোদন প্রদান, হস্তান্তর, নবায়ন এবং পরিদর্শন, অডিট, ওভারসাইট, পরীক্ষা গ্রহণ এবং টেস্ট কার্যক্রম বিষয়ের উপর ফি ও চার্জ ; এবং

(ছ) বেসামরিক বিমান চলাচল সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো চার্জ।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সকল ফি, চার্জ, রয়্যালটি, প্রিমিয়াম ও ভাড়া সংক্রান্ত তফসিল প্রকাশ করিতে পরিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জরুরি ও জাতীয় প্রয়োজনে আরোপযোগ্য বিমানের চার্জ ও ফি মওকুফ করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কর্তৃপক্ষের কোনো অর্থ পাওনা অনাদায়ী থাকিলে উহা সরকারি দাবি হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben Act No. III of 1913) এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

১৯। **কর্তৃপক্ষের তহবিল।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ তহবিল" নামে একটি তহবিল থাকিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস্য হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

(খ) সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ ;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত আয় ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ ;

(ঙ) সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সহায়তা ও ঋণ;

(চ) ধারা ১৮ এর অধীন অর্জিত অর্থ; এবং

(ছ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে। ব্যাখ্যা—"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972(P.O.No.127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) চেয়ারম্যান এবং গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৪) তহবিল হইতে কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর এবং সকল চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তাগণের বেতন, ভাতা ও তাহাদের চাকরির শর্তাবলি অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা যাইবে এবং কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো খাতে তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ বিনিয়োগ করা যাইবে।

২০। **বাজেট**।— কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে উক্ত বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের বিবরণী এবং উক্ত অর্থ-বৎসরের জন্য সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ উল্লেপূর্বক একটি বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২১ **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়া ও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973(P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "chartered accountant" দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক "chartered accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "chartered accountant" সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত "chartered accountant" কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২২। **প্রবেশাধিকার** ।—(১) চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, সহায়তাকারী অথবা শ্রমিকসহ বা ব্যতীত, কোনো ভূমিতে বা ভূমির মধ্যে পরিদর্শন, জরিপ, অনুসন্ধান বা পিলার উঠাইবার, বোরিং বা খনন করিবার বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোনো কার্য করিবার জন্য প্রবেশ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ভূমির মালিক বা দখলকারীকে উক্তরূপ প্রবেশের অভিপ্রায় অবহিতক্রমে অন্যূন ৩ (তিন) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান ব্যতীত এইরূপ প্রবেশ করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো বিমান দুর্ঘটনা বা অনুরূপ কোনো জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে এইরূপ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রবেশের ফলে কোনো ক্ষতি হইলে, নির্দিষ্টকৃত হারে ও পদ্ধতিতে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

২৩। **এয়ার স্পেস নিয়ন্ত্রণ** ।—(১) চেয়ারম্যান এএনও এবং প্রবিধান দ্বারা বিমান চলাচলযোগ্য আকাশসীমা, বিমানের নিরাপত্তা ও উক্ত আকাশসীমার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য, গভর্নিং বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ শর্ত ও বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, ব্যবহারের জন্য অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব কেবল এইরূপ আকাশ সীমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে, যাহার এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা অন্য কোনো ব্যবস্থাধীনে, বিদেশি কোনো রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয় নাই।

২৪। **অনুসন্ধান**।—(১) সরকার, যে কোনো সময়, কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্বয়ং বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মাধ্যমে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

২৫। **কমিটি, ইত্যাদি**।—বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৬। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৭। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা, ইত্যাদির উদ্যোগে বা অর্থায়নে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন**।—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো স্থানীয় সংস্থা অথবা বিদেশি সংস্থা বা এজেন্সি কর্তৃক প্রণীত বা উদ্যোগে পরিচালিত বেসামরিক বিমান পরিবহন কার্যক্রম সম্পর্কিত কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে অথবা কর্তৃপক্ষ ও উক্তরূপ সংস্থা বা এজেন্সি যেরূপ সম্মত হয়, সেইরূপ শর্তে উক্ত পরিকল্পনার কারিগরি তত্ত্বাবধান এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষ, প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, উক্ত বৎসরে উহার কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) সরকার, যে কোনো সময়, কর্তৃপক্ষের নিকট উহার যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন ও বিবৃতি বা ব্যাখ্যা তলব করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ প্রতিটি অধিযাচন পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবিধ

২৯। **কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা**।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের বিধানাবলি কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩০। **বিনিয়োগের উপর চার্জ ধার্যকরণ**।—সরকার, তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে, উহার বিনিয়োগের উপর বার্ষিক চার্জ ধার্য করিতে পারিবে।

৩১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। **এএনও প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ শিকাগো কনভেনশনের পরিশিষ্ট ও তদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট এবং উহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি অনুসারে সময়োপযোগী এএনও প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। **নির্ভরযোগ্য ইরেজি পাঠ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, Civil Aviation Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVIII of 1985), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) গঠিত Board, এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) Civil Aviation Authority, অতঃপর Authority বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই;

(ঘ) Authority কর্তৃক সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে;

(ঙ) Authority এর সকল ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা এই আইনের বিধান অনুযায়ী সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে গণ্য হইবে;

(চ) কোনো চুক্তি বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে Authority এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, তাহারা এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন; এবং

(ছ) Authority এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, তহবিল, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ব্যাংক জমা ও সিকিউরিটিসহ তহবিল এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল বই, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষ উহার অধিকারী হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম এবং অনুমোদিত সকল বাজেট উক্ত রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনটি ১৯৮৫ সালে সামরিক শাসন আমলে প্রণীত অধ্যাদেশ (The Civil Aviation Authority Ordinance, 1985)। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসন আমলে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের জন্য ২০১৩ সালে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ত্রিসভার উক্ত সিদ্ধান্তমতে ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশটি পর্যালোচনা করা হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মর্যাদা উন্নীত করার লক্ষ্যে নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতঃ অধ্যাদেশটি রদ ও রহিতক্রমে নতুনভাবে 'বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬' প্রণয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন।

রাশেদ খান মেনন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd